এ্যাডিশনাল আইজি, এন্টি টেররিজম ইউনিট (এটিইউ)

এবং

ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

০১ জুলাই ২০২১ - ৩০ জুন ২০২২

বাংলাদেশ পুলিশের সর্বশেষ সংযোজন এন্টি টেররিজম ইউনিট। বিগত তিন দশক ব্যাপী বাংলাদেশে সহিংস উগ্রবাদের উত্থান এবং তাদের কর্মকান্ড দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ও নিকৃষ্টতম ঘটনা ২০১৬ সালের ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারী হামলা; যা বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বকে বিস্ময়ে হতবিহবল করেছে। এছাড়া ২০০৫ সালে ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণ, আদালত প্রাঙ্গনে বোমা হামলা ও বিচারক হত্যা, ধর্মীয় পুরোহিত, সংখ্যালঘু হত্যা এবং হত্যা চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। অপরাধগুলো প্রচলিত কোন সাধারণ অপরাধ নয়। তাই বাংলাদেশ পুলিশের থানা কেন্দ্রিক যে প্রচলিত অবকাঠামো ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে তা দ্বারা প্রতিরোধ করা দুরুহ হওয়ার কারণে উগ্রবাদ, সহিংস উগ্রবাদ এবং সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ বা দমনের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য পুলিশের বিশেষায়িত একটি ইউনিট গঠনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্তে ২০১৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ৫৮১ জন মঞ্জুরীকৃত জনবল নিয়ে এন্টি টেররিজম ইউনিট গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ পুলিশের উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কার্যক্রমের মূলকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে বিশেষায়িত এই ইউনিট।

বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে উগ্রবাদ, সহিংস উগ্রবাদ ও সন্ত্রাস মোকাবেলায় আগাম তথ্য সংগ্রহ, গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং, অভিযান পরিচালনা, মামলার তদন্ত, সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাউন্টার রেডিক্যালাইজেশন এবং ডির‍্যাডিক্যালাইজেশনসহ সংশিষ্ট কার্যক্রম পালন করাই এর প্রধান কাজ। ঢাকাস্থ বারিধারায় ৫৮১ জন মঞ্জুরীকৃত জনবলের সহায়তায় এন্টি টেররিজম ইউনিট তার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে ১৯শে ডিসেম্বর, ২০১৯ এটিইউ এর বিধিমালা সরকার কর্তৃক অনুমোদন পায় ও গেজেট প্রকাশ করে।

২০২১-২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ :

১। উগ্রবাদ, সহিংস উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণে আগাম তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান ও অভিযান পরিচালনা
২। দায়েরকৃত মামলাসমূহের যথাযথ তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ, নথি সংরক্ষণ ও ফলোআপ
৩। সাইবার অপরাধ ও জঙ্গি অর্থায়ন প্রতিরোধে এর সনাক্তকরণ ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ
৪। উগ্রবাদ, সহিংস উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণ গণমাধ্যমের ব্যবহার জোরদার করা ও জনসচেতনা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ
৫। বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সংস্কার এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

এ্যাডিশনাল আইজি, এন্টি টেররিজম ইউনিট (এটিইউ)

এবং

ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ এর মধ্যে ২০২১ সালের জুন মাসের ২২ তারিখে

এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

আমি অতিঃ আইজি, এন্টি টেররিজম ইউনিট, ঢাকা হিসেবে ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ হিসেবে অতিঃ আইজি, এন্টি টেররিজম ইউনিট, ঢাকা এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত ঃ

মোঃ কামরুল আহসান, বিপিএম (বার)
অতিঃ আইজি
এন্টি টেররিজম ইউনিট

তারিখ ২২.৬.২০২১

ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম (বার)
ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ

তারিখ ২২.০৬.২১